সরকারি আইনি সেবা: উন্নয়ন ও অগ্রগতির ৭ বছর
(২০০৯ হতে ২০১৫ পর্যন্ত)

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও জনবল নিয়োগ

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার ইতিপূর্বে ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০০ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও পরবর্তীতে সংস্থাকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নিজস্ব কোনো জনবল ও অফিস না থাকায় সারাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম তীব্রভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করেছে। জনবল নিয়োগ, অফিস স্থাপনসহ সংস্থার অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে।

আইন ও নীতিমালা সংশোধন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও গরিববান্ধব করার লক্ষ্যে সরকারি আইন সহায়তা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও নীতিমালায় সংশোধনী আনা হয়েছে। আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাসের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একই সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে এডিআর বা মধ্যস্থাতার মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ও আাইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা সংশোধন করে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ,২০০০ প্রণয়নের পরবর্তী নিম্নোক্ত নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ঃ

- ২০১১ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়ন।
- ২০১৩ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (সুপ্রীম কোর্ট কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) প্রণয়ন।
- ২০১৪ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন।
- ২০১৫ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন।
- ২০১৫ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫ প্রণয়ন।
- ২০১৬ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (চৌকি আদালত বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬ প্রণয়ন।
- ২০১৬ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (শ্রম আদালত বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১৬ প্রণয়ন।

আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থল

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কর্মকর্তা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) এর মাধ্যমে আপোষযোগ্য বিরোধ ও মামলাসমূহ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি করে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ হতে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধি, ২০১৫ প্রজ্ঞাপন জারী করে। উক্ত বিধির আওতায় ১৭ জন পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ১৭টি জেলায় ৭৪২ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে মিমাংসার (এডিআর) উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ৫২৬টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সফলভাবে এডিআর করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষদের ৬৮,০১,৪০০/- (আটষট্টি লক্ষ এক হাজার চারশত) টাকা আদায় করে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

বর্তমানে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (বিচারক) মামলা করার পূর্বেই (প্রি-কেইস)এবং মামলা করার পরে (পোস্ট কেইস) সফলভাবে এডিআর পদ্ধতি প্রয়োগ করে আইন মোতাবেক মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।

প্যানেল আইনজীবীর ফি বৃদ্ধি

দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীগণকে সরকারি আইন সহায়তার আওতায় মামলা পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে **আইনগত সহায়তা প্রবিধানমালা, ২০১৫** জারী করার মাধ্যমে আইনজীবীগণের ফি এর হার বহুলাংশে বর্ধিত করা হয়েছে। আইনজীবীগণের ফি এর হার বৃদ্ধির ফলে প্যানেল আইনজীবীগণের মধ্যে ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

স্থায়ী জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও সেবাবান্ধব করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৬৪টি জেলায় স্থায়ীভাবে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। ১ জন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ প্রত্যেক জেলায় ৩ জন করে ৬৪ টি জেলার জন্য মোট ১৯২ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। জেলা লিগ্যাল অফিসের জন্য জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম একটি বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বর্তমানে গরিব ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শও প্রদান করছে। আপোষযোগ্য বিরোধ এবং আপোষযোগ্য মামলাসমূহ বিধি মোতাবেক মধ্যস্থতা বা মিডেয়েশন করা হচ্ছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহ্য়তা্ প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়ন করে সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবিধানমালার আলোকে ইতিমধ্যে সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণের উপস্থিতিতে প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি আইন সহায়তা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হটলাইন সার্ভিস চালু

লিগ্যাল এইড বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গ্রামীণফোনের ৩ টি নম্বর সম্বলিত হটলাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নম্বরগুলো হচ্ছে ০১৭৬১-২২২২২২, ০১৭৬১-২২২২২৩, ০১৭৬১-২২২২২৪ হটলাইন সার্ভিসের আওতায় দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ব্যক্তি হটলাইন নম্বরে ফোন করে নিজ নিজ এলাকার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া হটলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাথমিক আইনি পরামর্শ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়। ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সালের সাল পর্যন্ত ১৫২৫২ (পনের হাজার দুইশত বায়ান্ন) জনকে হটলাইনের মাধ্যমে প্রাথমিক আইনি পরামর্শ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট তৈরি

সংস্থার কার্যক্রম ও পরিচিতি সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আইনগত সহায়তার আবেদন ফরম, অন্যান্য ফরম ও রেজিস্টার, ৬৪ টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর এবং আইনি সহায়তা পাওয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা ঃ www.nlaso.gov.bd

টিভিসি নির্মাণ

সরকারি বেসরকারি রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য লিগ্যাল এইডের পরিচিতি ও জনসচেতনতামূলক একটি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। টিভিসিটি বর্তমানে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ টিভিসিটি দেখে আইন সহায়তা সম্পর্কে তথ্যের জন্য প্রতিদিন হটলাইন নম্বরে ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করছে।

সরকারি আইন সহায়তা তহবিল শতভাগ ব্যয়

বর্তমান সরকারের বিগত ৬ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যয় অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বে সরকারি আইন সহায়তা তহবিলের ব্যয় ১০ শতাংশেরও কম ছিল, যা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৮৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ৯৮ শতাংশ, ২০১২ সালে শতভাগ এবং সর্বশেষ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের এ তহবিলের ব্যয় শতভাগে উন্নীত হয়েছে, বর্তমানেও আগের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আগামী ৫ বছরের (২০১২-২০১৭) কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি চূড়ান্ত করতঃ উহা বাস্তবায়নের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস, ২০১৩ এর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকার শ্রম ভবনে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু করা হয়। এই সেলের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে আইনি সেবা প্রদান করা হয়। এই সেলের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় শ্রমিক ২০১৩ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ২১,০৩,৭৯২/- (একুশ লক্ষ তিন হাজার সাতশত বিরানব্বই) টাকা

ক্ষতিপূরণ আদায় করছে। ২৬ জন শ্রমিক চাকুরীতে পুর্নবহাল হয়েছে। এই সেলের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের আইনি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১, ৩৩ (১) এবং ১৯ (১) নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার এবং এ সকল অনুচ্ছেদের অনুবৃত্তিক্রমে প্রণীত আইন, বিধি, নীতি এবং আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১২-২০১৭ এর আলোকে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালিত আইনি সেবা কার্যক্রমের সেবার মান উন্নয়ন এবং একই সাথে আইনী সহায়তাপ্রার্থীর প্রকৃত অবস্থা জানা প্রয়োজন। সারা দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপের মাধ্যমে আইনি সেবা কার্যক্রমের সেবার মান মূল্যায়ন ও মানোন্নয়নের প্রয়াসে এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কার্যকরী আধুনিক সরকারি আইনি সেবা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা "সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" প্রকল্পটি প্রস্তাব করে এবং ইতিমধ্যে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যার বাস্তবায়ন কাল জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের অধীন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা :

১. আইনগত সেবার বিষয়ে 'পারফরম্যান্স এপ্রাইজাল' সম্পাদন করবে;
২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীনে পাইলট জেলা ভিত্তিক একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা;
৩. আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে আইনি তথ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু করা;
৪. মামলাজট দূরীকরণে বিকল্প বিরোধ ও মিডিয়েশন পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে মডেল হিসেবে উন্নয়ন করা;
৫. আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

- এই কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

প্রচারণা ও জনমত সৃষ্টি

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমে বিস্তার ও বিকাশে জনমত গঠন অপরিহার্য। আর জনমত গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রচার-প্রচারণা। প্রচারের মাধ্যমেই মানুষ কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত হয় এবং ক্রমান্বয়ে এটি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে সরকারি আইনি সেবার সম্প্রসারণে প্রচারণার বিকল্প নেই। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে ও স্থানীয়ভাবে নিম্নোক্ত প্রচারণা অভিযান পরিচালনা করে থাকে ঃ

- লিগ্যাল এইড বিষয়ক টিভিসি নির্মাণ এবং বিটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচার ;
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন;
- জনসচেতনতামূলক পোষ্টার, লিফলেট, প্যামফ্লেট ইত্যাদি বিতরণ;
- তৃণমূল পর্যায়ে স্ট্রিট মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার;
- জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন;
- কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন;
- বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লোকাল টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন;
- পত্র-পত্রিকায় লিগ্যাল এইড বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ

সাম্প্রতিক অগ্রগতি :

১. সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও অফিস স্থাপন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে উচ্চ আদালতে কার্যকর করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে স্থায়ীভাবে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। ১ জন সমন্বয়ক ও ২ জন সহকারী মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং স্থায়ী পদ সৃজন করার কাজ চলমান রয়েছে।

২. চট্টগ্রামস্থ শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন

সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের মজুরী, নিরাপত্তা ও চাকুরীর অধিকার সংক্রান্ত বিরোধগুলো নিস্পন্ন করতে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতসমূহে বিগত ১৮/১০/২০১৫ ইং তারিখে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আনুসঙ্গিক প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৩. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

জেলা পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগ এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে এই কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার নিমিত্তে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্যোগে এবং ইউএনডিপি'র ওইমেন এক্সেস টু জাস্টিস ইনসেপশন প্রোগাম এর সহায়তায় ৬-৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণের "বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ঃ পদ্ধতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা'র আয়োজন করা হয়। এছাড়া জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারদের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং তাদের কার্যক্রমের মান উন্নয়নে ১২-১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ইউএসআইডি'র জাস্টিস ফর অল প্রোগাম এর আওতায় একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৪. লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের ট্রেনিং

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম আরো সুশৃঙ্খল, কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্যোগে USAID এর Justice For All (JFA) কর্মসূচীর সহায়তায় জেলা লিগ্যাল অফিসসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণকে কম্পিউটার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫. জেলা পর্যায়ে পরিদর্শন

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পরিচালিত এবং তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো কার্যকর ও গণমুখী করার লক্ষে সাম্প্রতিক সময়ে জেলা পর্যায়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র পরিচালক ঢাকা, রাজশাহী ও মুন্সিগঞ্জ, গাজিপুর ও চট্টগ্রাম সরকারি সফর করেছেন। এছাড়া যশোর, দিনাজপুর, নরসিংদি, পাবনা, বরিশাল সহ বিভিন্ন জেলা সমূহে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেছেন।

৬. নতুন ০৫ টি পাইলট জেলা নির্বাচন

পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইনি সেবা নিশ্চিতকল্পে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা -কে সহায়তা করার লক্ষ্যে নতুন ০৫

টি জেলা মৌলভী বাজার, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ, কক্সবাজার ও যশোর নির্বাচনক্রমে ইউএসআইডি'র জাস্টিস ফর্ অল প্রোগাম এর আওতায় NCSC সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে কার্যক্রম করার অনুমোদন দেন।

সরকারি আইন সেবা গ্রহীতার তথ্য ও পরিসংখ্যান

(২০০৯-২০১৫ পর্যন্ত)

তথ্য ও পরিসংখ্যানে সরকারি আইনি সেবা

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিগত ০৭ বছরের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান ও অর্জিত সাফল্য

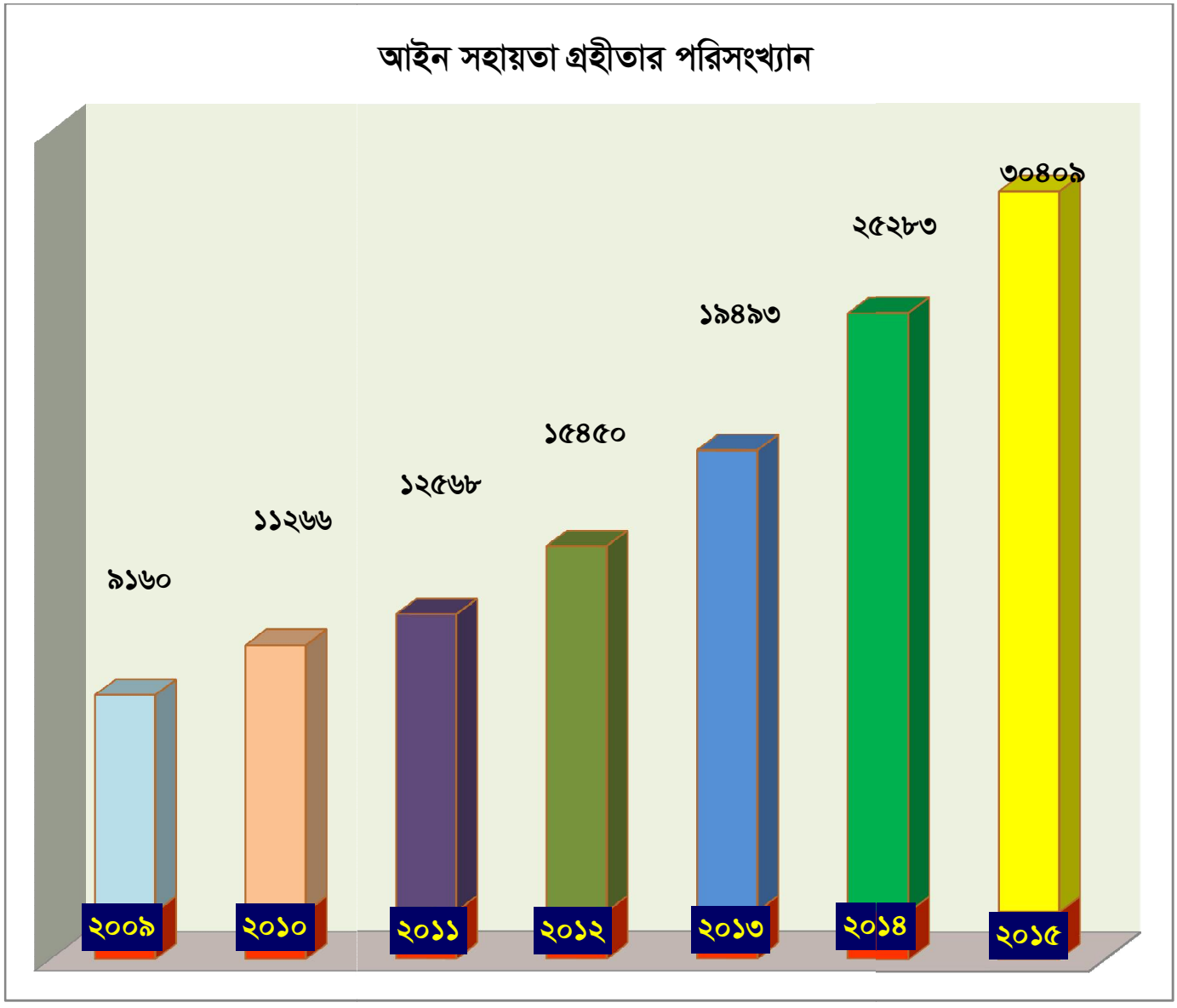

নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

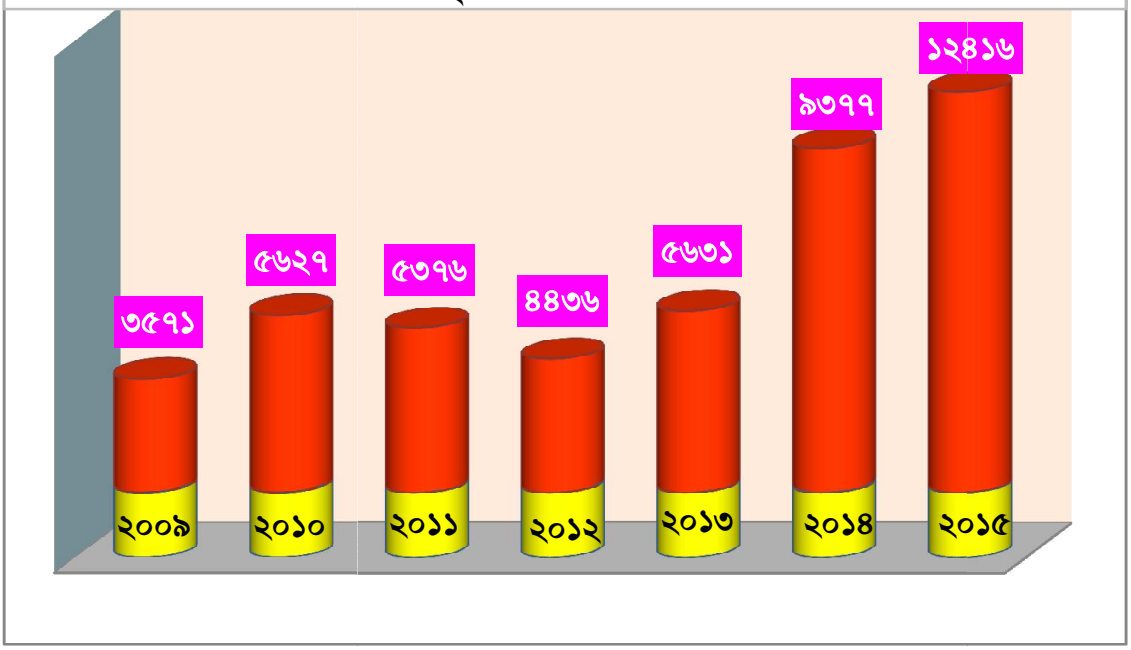

হটলাইনের মাধ্যমে আইনগত তথ্যসেবা গ্রহীতার পরিসংখ্যান

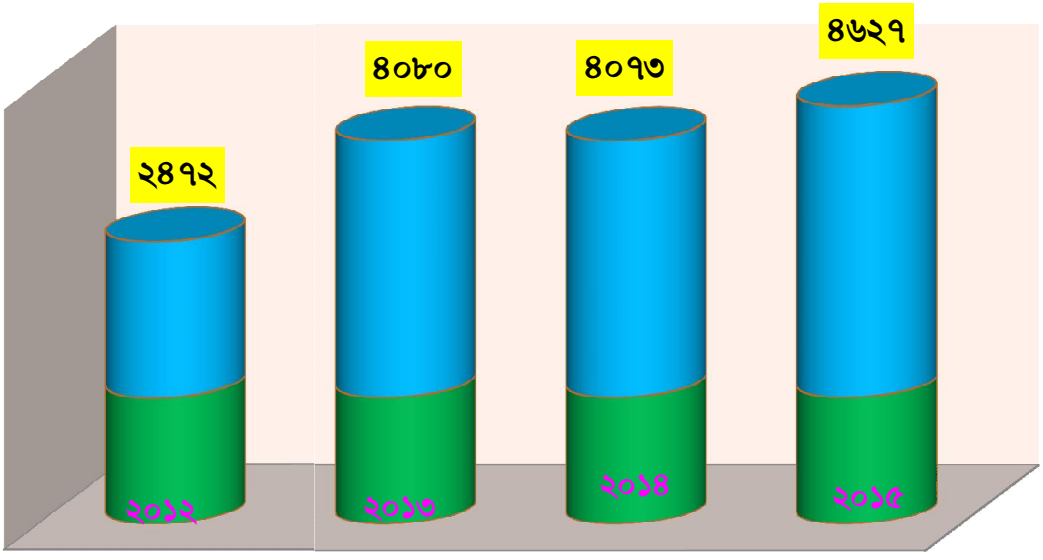

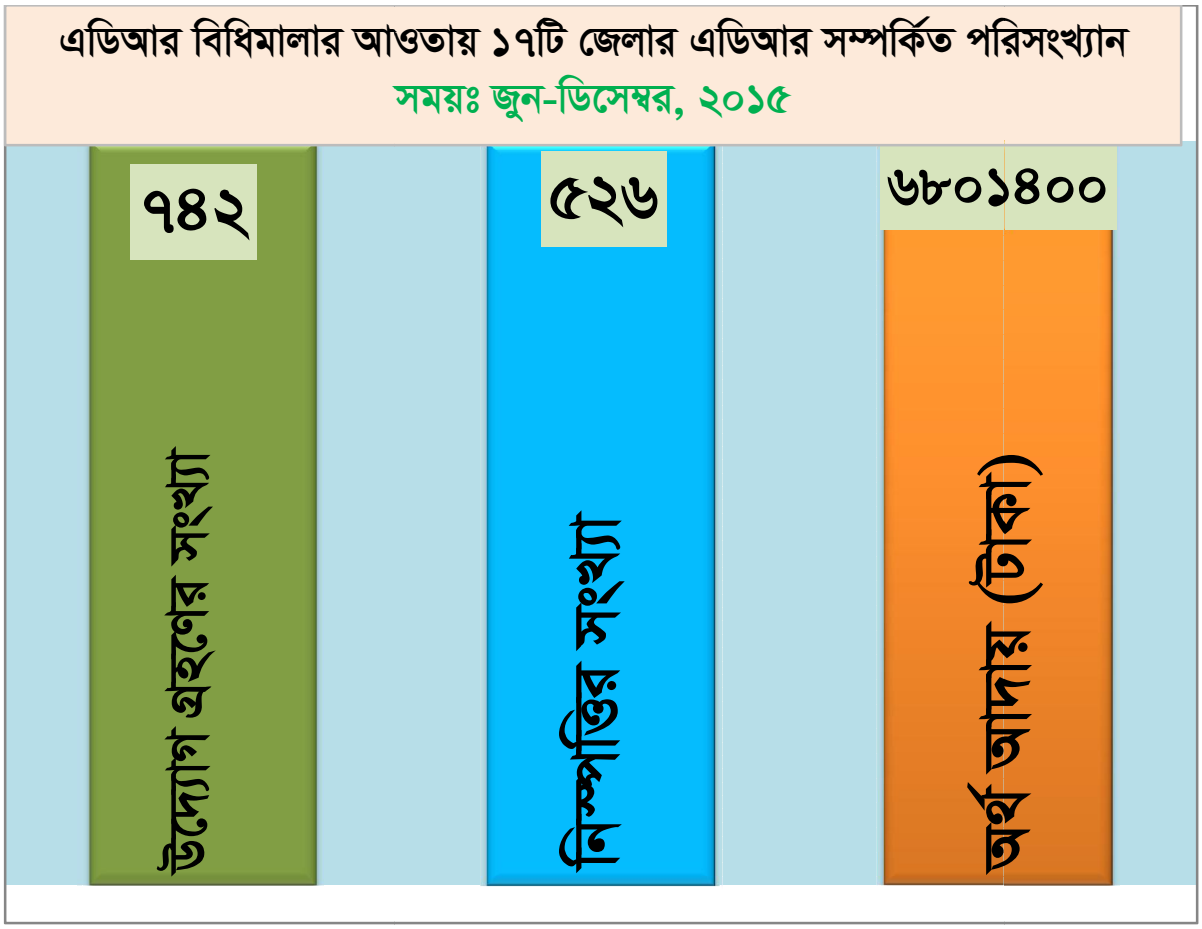

এডিআর বিধিমালার আওতায় ১৭টি জেলার এডিআর সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

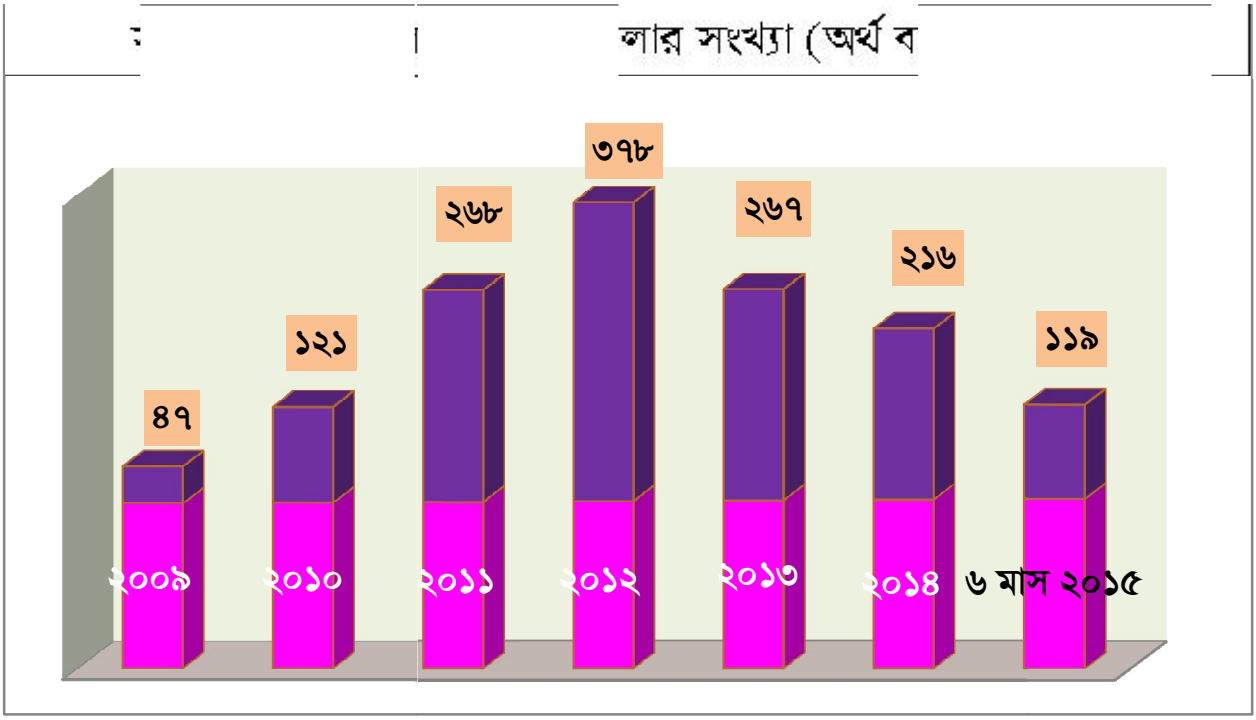

সময়ঃ জুন-ডিসেম্বর, ২০১৫

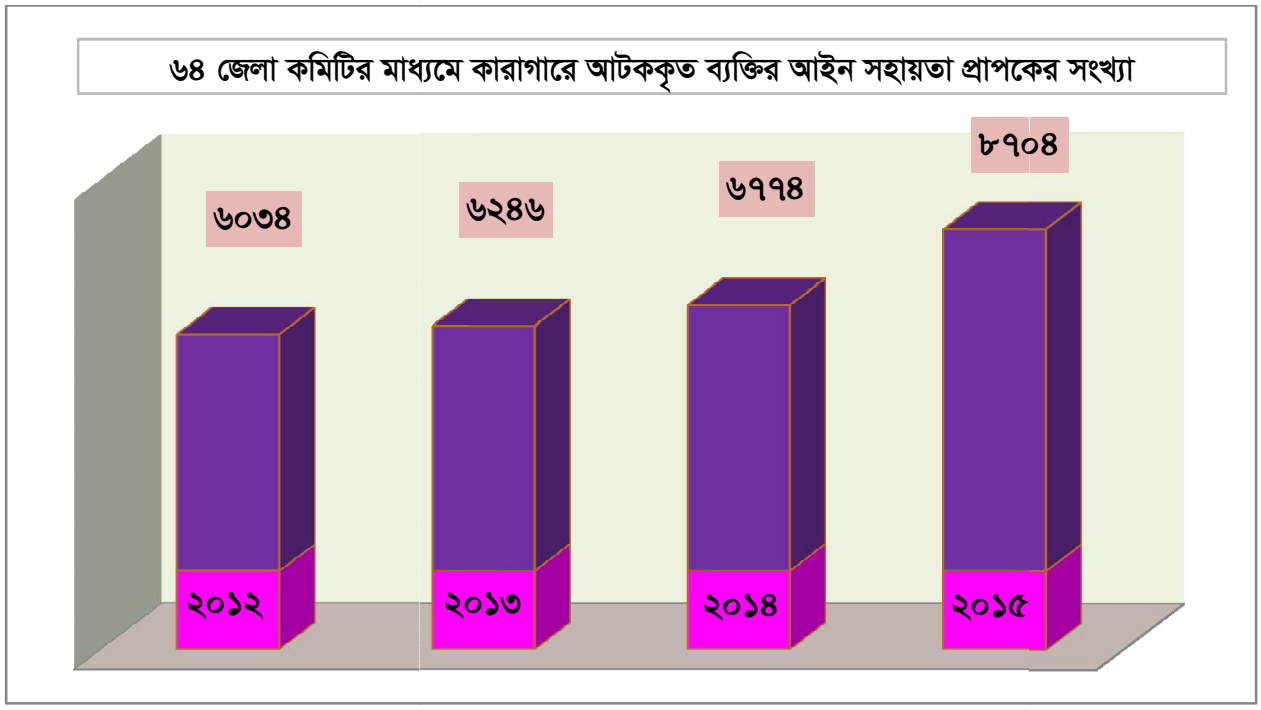
৬৪ জেলা কমিটির মাধ্যমে কারাগারে আটককৃত ব্যক্তির আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা
৬০৩৪
৬২৪৬
৬৭৭৪
৮৭০৪
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫

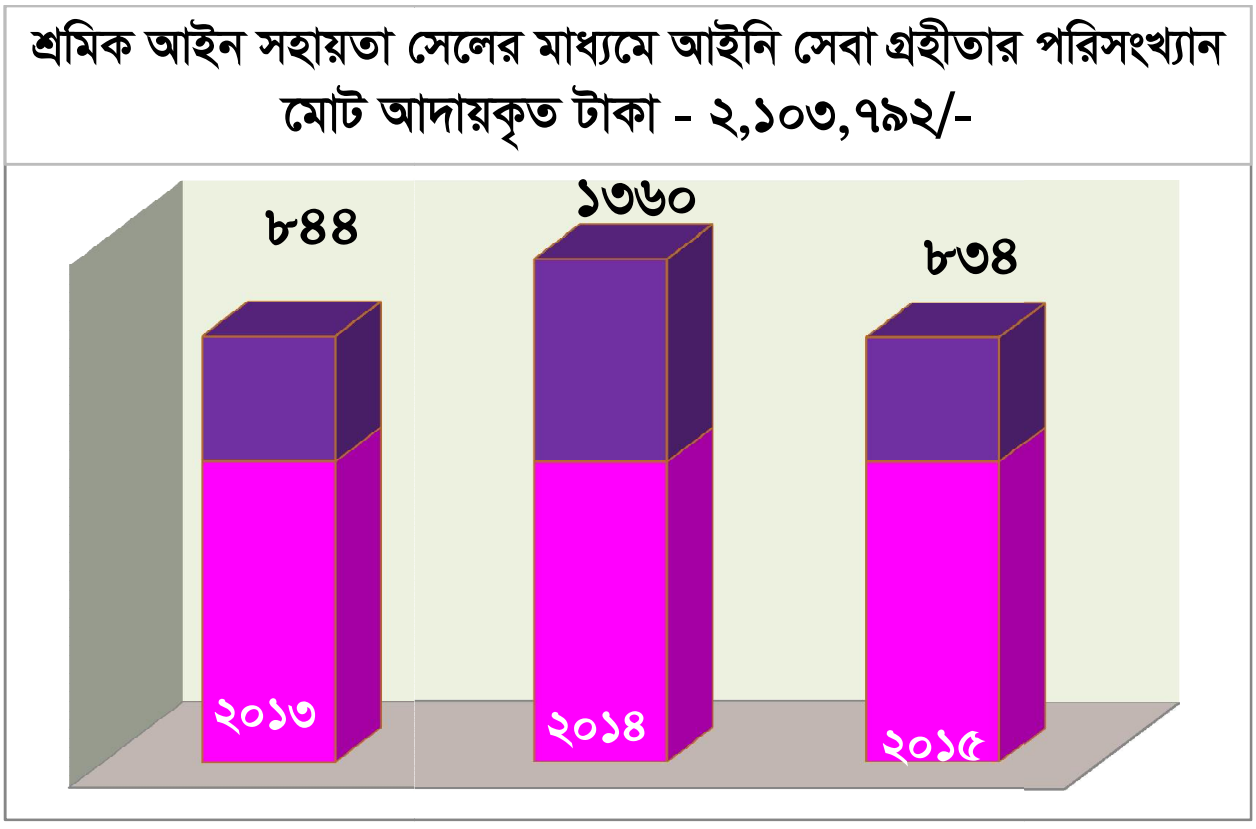
শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে আইনি সেবা গ্রহীতার পরিসংখ্যান
মোট আদায়কৃত টাকা - ২,১০৩,৭৯২/-
৮৪৪
১৩৬০
৮৩৪
২০১৩
২০১৪
২০১৫